নয় বছরেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইনের আওতায় আনতে পারেনি সরকার। আবার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই আইন না মানার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আইনের তোয়াক্কা না করে ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য, ইচ্ছেমতো টিউশন ফি নির্ধারণ, তহবিল তছরুপ, একাডেমিক কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখেই সনদ দেয়া, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে গড়িমসি, ইচ্ছেমাফিক বিভাগ খোলাসহ নানা রকম অনিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তারা জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে রাজধানীতে অস্থায়ী ও ভাড়া করা ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে পুরনো অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সনদ পেয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপনের সময় দেয়া শর্ত ও আইনের শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় সনদ পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় নিয়মিত বাড়ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। পুরনো ৫৪টিসহ বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৪টি। এর মধ্যে প্রায় অর্ধশত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে রাজধানীতে।

সরকার ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০’ নামে একটি আইন করলেও এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পুরনো অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের নির্দেশনা ও আইন অমান্য করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রভাবশালী কেউ কেউ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়েরও মালিক। এজন্য আইন না মানার প্রবণতা বেড়েই চলছে।

এদিকে সেমিস্টারে অকৃতকার্য হওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সমাবর্তনে অংশগ্রহণের (গত ৬ মার্চ) সুযোগ দেয়াকে কেন্দ্র করে বেসরকারি নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) শিক্ষার্থীরা পরদিন ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। ওইসব শিক্ষার্থীর অসম্পূর্ণ নথিতে স্বাক্ষর না করায় ট্রাস্টি বোর্ডের এক সদস্যের চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাজ্জাদ হোসেন এবং বিভাগের ডিন ড. আরশাদ মাসুক চৌধুরী। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে দেশের শীর্ষস্থানীয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, ‘মূলত তদবির ছিল একজন শিক্ষার্থীকে পাস করিয়ে দেয়ার। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকজন অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর নথিতে স্বাক্ষর করতে শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন সময়ে ছয় থেকে সাত দফা সময় বেঁধে দেয়া হলেও ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়ান। আর এক ডজন বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বারবার সরকারের কাছে সময় চেয়ে আসছে। আবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সনদ বিক্রি, ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায়, সিন্ডিকেট ও বোর্ড সভার নামে ইচ্ছেমতো সম্মানী নেয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকা, ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং মালিকানা দ্বন্দ্বও রয়েছে।

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নামকাওয়াস্তে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গেলেও তারা আইনের অনেক শর্তই উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। ইচ্ছেমতো আদায় করছেন টিউশন ফি। উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ ১০ থেকে ২০ বছর ধরে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এমনকি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের পদও দখলে রেখেছেন।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ইউজিসি ভবনে ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান অভিযোগ করেন, 'দেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির আইন মানছে না। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে একটিও সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটি ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সভা অনুষ্ঠিত হয় না। এটি সম্পূর্ণরূপে আইনের লঙ্ঘন। আইনে প্রতি দু'মাসে একটি করে সিন্ডিকেট মিটিং হওয়ার কথা থাকলেও অনেকে এ আইন মানছেন না। ইউজিসি সবার জন্য মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ অনেকে উচ্চশিক্ষাকে বিনিয়োগ এবং মুনাফা লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন।'

ওই সভায় সিন্ডিকেট সদস্যরা ইউজিসিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং সিস্টেম চালু, তদারকি বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, ইউজিসি মনোনীত সিন্ডিকেট সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, চাকরিবিধি প্রণয়ন, শিক্ষার্থী ভর্তিতে মান নির্ধারণ, ইউজিসির অধীনে শিক্ষক নিয়োগ, ইচ্ছামাফিক বিভাগ খোলা বন্ধ, স্নাতক পর্যায়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকা থেকে ভর্তিসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেন।

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুসারে ইউজিসি প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন করে সিন্ডিকেট সদস্য (১১ সদস্য বিশিষ্ট সিন্ডিকেট) মনোনয়ন দিয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাইমএশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী সংবাদকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা হলো সুশাসনের অভাব; ইউজিসির মনিটরিং ও কন্ট্রোলিং না থাকার কারণেই এটি হচ্ছে। আবার আমরা সবাই মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার কথা বলছি; কিন্তু সে ব্যাপারে সরকারের কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন বিষয়ে একটি চিঠি দিলে এর কোন জবাব পাওয়া যায় না; মন্ত্রণালয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়।'

গত বছর একাট গোয়েন্দা সংস্থার প্রাতবেদনে ২৭টি বেসরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ ও ভর্তি বাণিজ্য, অর্থ আত্মসাৎ, কর ফাঁকি, অবৈধভাবে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ, বিদেশি শিক্ষার্থীর তথ্য গোপন রাখা এবং জামায়াতপন্থি ব্যক্তিদের শিক্ষক নিয়োগ দেয়াসহ ২৬ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে শীর্ষস্থানীয় নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক, ইস্টার্ন, ইন্ডিপেনডেন্ট, স্ট্যামফোর্ড, ড্যাফোডিলসহ ২৭টি বেসরকারি বিশ^বিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের ফিরিস্তি উঠে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা প্রভাবশালী হওয়ায় ওই প্রতিবেদন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। এর মধ্যে নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে জমি ক্রয় ও তহবিল নয়-ছয়ের কারণে দীর্ঘদিন ধরে ট্রাস্টি বোর্ডের বিরোধ চলছে। এ নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের কয়েকজন সদস্য কয়েকটি মামলাও করেছেন।

নিষ্ফল আল্টিমেটাম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তরের জন্য সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগাদা দিয়ে আসছে সরকার। ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর ওই বছর আলটিমেটাম দিয়ে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার তৎপরতা দেখায়নি।

পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফায় ২০১২ সালে, তৃতীয় দফায় ২০১৩ সালে, চতুর্থ দফায় ২০১৫ সালের জুন, পঞ্চম দফায় ২০১৭ সালের ৩১ জানুয়ারি এবং ষষ্ঠ দফায় ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। ৬ বার সময় বেঁধে দেয়ার পরও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়।

সর্বশেষ ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলেও মাত্র সাতটি প্রতিষ্ঠান স্থায়ী ক্যাম্পাসে কম-বেশি কার্যক্রম শুরু করেছে বলে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে।

ওই চিঠিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব ধরনের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়। অন্যথায় ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখার হুমকি দেয়া হয় চিঠিতে। ওই নির্দেশনাও আমলে নেয়নি অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থায়ী সনদ পেতে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয়

স্থায়ী সনদ পেতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' অনুযায়ী কয়েকটি শর্ত প্রতিপালন করতে হয়। শর্তগুলো হলো- ১. ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অন্যূন এক একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য দুই একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অখ- ও দায়মুক্ত জমি থাকতে হবে; ২. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যাম্পাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনাদির প্ল্যান অনুমোদন করে সাময়িক অনুমতিপত্রে প্রদত্ত মেয়াদের মধ্যে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে; ৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনভাবে দায়বদ্ধ বা হস্তান্তর করা যাবে না; ৪. প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয় ভাগ, যার মধ্যে তিন ভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং বাকি তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণ করে এই সকল শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি অন্যান্য ফি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং প্রতি শিক্ষাবর্ষের অধ্যয়নরত এইসব শিক্ষার্থীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে দাখিল করতে হবে; ৫. ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের চলাফেরা, শিক্ষা অর্জন ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে; ৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের ব্যয় খাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দপূর্বক ব্যয় করতে হবে এবং ৭. সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদনের আগে এই আইনের অধীন প্রযোজ্য সব শর্ত প্রতিপালন করতে হবে।